অণ্ডালে দেশের প্রথম বিমানগরীতে 'সবার জন্য আবাসন' প্রকল্পের ঘোষণা

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুর। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এবং বেঙ্গল এরোট্রোপলিস প্রজেক্ট লিমিটেড-এর যৌথ প্রচেষ্টায় এ রাজ্যের দুর্গাপুরের অণ্ডালে দেশের মধ্যে প্রথম বিমাননগরীতে 'সবার জন্য আবাসন' তৈরি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হল। এই কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে পূর্ব ভারতের অন্যতম আবাসন নির্মাণকারী সংস্থা নাবিকা গ্রুপ।

২০০৭ সালে বিগত বাম সরকারের সময়কালে অণ্ডালে মোট ১১টি মৌজায় অণ্ডাল বিমাননগরী তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হলেও কাজে গতি আসে রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর। 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সমস্ত জট কাটিয়ে অণ্ডালে সিঙ্গাপুরের সংস্থা চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এবং বিএপিএল-এর যৌথ উদ্যোগে বিমাননগরীর তৈরির কাজে জোর গতি দেখা যায়। চালু হয় পবনহংস-এর এয়ারট্যাক্সি পরিষেবা।

কলকাতার বেহালা থেকে অণ্ডাল পর্যন্ত এবার ট্যাক্সি যাতায়াত করছে সপ্তাহে ২ দিন। দেশের মধ্যে প্রথম বিমাননগরীর নতুন নামকরণ করা হয় 'কাজী নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের 'আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের পাশাপাশি এই বিমাননগরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ধীরে ধীরে গড়ছে দেশের প্রথম বিমাননগরীতে। অত্যাধুনিক মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, সবুজ ঘেরা উদ্যান, ক্লাব, সুইমিং পুল, আইটি সেক্টর, বিলাস বহুল হোটেল, রেস্তোরাঁ, বেসরকারি কলেজ, স্কুল সহ বিনোদন পার্ক, শপিং মল আর পাশাপাশি বিএপিএল-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা অত্যাধুনিক জীবন যাপনের সুযোগ থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয় তাই নাবিকা গ্রুপ-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'সবার জন্য আবাসন' প্রকল্প গড়ে উঠবে।

১০.৫৬ একর জমিতে ১০ হাজার আবাসন তৈরি হবে এয়ারোপোর্ট সিটি দুর্গাপুরে। যারা খুব বেশি অর্থ ব্যয় করেন না তারাও যেন আবাসন থেকে বঞ্চিত না হন সে কথা মাথায় রেখে ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে আবাসন। সামাজিক উন্নয়ন-এর স্বার্থেই বিএপিএল-এর পক্ষ থেকে 'সবার জন্য আবাসন' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। ১১টি মৌজার জমিদাতা সহ দুর্গাপুর ও আসানসোলের মহকুমার সাধারণ মানুষদের মনে ধারণার জন্ম হয়েছিল এবং কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিলেন যে এই বিমাননগরীতে সাধারণ মানুষ আবাসন কিনতে পারবেন না। সে কথাকে ভুল প্রমাণিত করে বিএপিএল-এর 'সবার জন্য আবাসন' প্রকল্প অনেক সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবে বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। ২,০০০টি আবাসন যা স্বল্প আয় সম্পন্ন মানুষদের দেওয়া হবে তা তৈরি হবে প্রথম পর্যায়ে। পরবর্তী ধাপে আরও আবাসন নির্মাণ হবে বলে জানানো হয় বিএপিএল-এর পক্ষ থেকে। এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের সুষ্ঠু বসবাসের স্থান নেই। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ২.৮৮ মিলিয়ন মানুষের এই সমস্যা হতে পারে এ রাজ্যে। তাই বেঙ্গল এরোট্রোপলিস প্রজেক্ট লিমিটেড এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা আবাসন প্রস্তুতকারক সংস্থার নাবিকা গ্রুপ-এর যৌথ প্রচেষ্টা 'সবার জন্য আবাসন'। বিএপিএল-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পার্থ ঘোষ জানান, 'সামাজিক উন্নয়ন এর স্বার্থেই এই প্রচেষ্টা। আমরা সামাজিক উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। নগরোন্নয়ন জন্য এই প্রচেষ্টা আমাদের। রাজ্যের মধ্যে আবাসন ঘাটতি দূর করা তার হার লক্ষ্যেই ব্রতী আমরা। সবার জন্য আবাসন করে প্রত্যেককে সুখী জীবন উপহার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' সুউচ্চ ভবনে আবাসনগুলির বাসিন্দারা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পাবেন। ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় যারা আবাসন কিনবেন তারাও আরামদায়ক বসবাসের জন্য সবুজ ঘেরা পরিবেশ, সুইমিং পুল, ক্লাব, বিভিন্ন রকম খেলাধুলার পরিকাঠামোর সুবিধা পাবেন বলেও জানানো হয় নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষ থেকে। সবমিলিয়ে বাংলার অণ্ডালে দেশের প্রথম বিমাননগরীর যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট মানের বসতির স্থান হিসাবে দেশের মানচিত্রে স্থান পাওয়ার পাশাপাশি বিদেশেও প্রশংসিত হবে বলে মনে করছেন সংস্থার কর্তারা।